BIDDABARI EDITORIAL

ট্রাম্পের ট্যাক্স পলিটিক্স: একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ

বিতর্ক আর ডোনাল্ড ট্রাম্প যেন একে অপরের পরিপূরক। ২০১৭-২০২১, তার প্রথম মেয়াদের পুরো সময়কাল জুড়ে নেয়া বিতর্কিত কিছু সিদ্ধান্তের একটি হলো, 'ট্যাক্স নীতি'। ২০২৫ তথা তার চলমান দ্বিতীয় মেয়াদেও সেই ট্যাক্স নীতির কারণেই আবার তিনি সমালোচনার বৈঠকে শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়েছেন। কর্পোরেট কর হ্রাস, ধনীদের কর ছাড়, আর চীনের পণ্যে ট্যারিফ—সবকিছু মিলে গড়ে উঠেছে এক ধরণের "ইকোনমিক পাওয়ার শো", যার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও অস্পষ্ট নয়।

TCJA: কে পেল, কে হারাল?

২০১৭ সালের Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)-এর মাধ্যমে কর্পো রেট ট্যাক্স ৩৫% থেকে কমে ২১%-এ আসে।

সাধারণ করদাতারাও কিছু ছাড় পান, তবে কী পরিমাণে?

এখানে বৈষম্যের চিত্রস্পষ্ট। ট্যাক্সফাউন্ডেশনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী: শীর্ষ ১% ধনীরা গড়ে বছরে পাবেন $৩৬,৩০০ ট্যাক্স ছাড়। মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য সেই ছাড় গড়ে $১,৫০০।

এখানে প্রশ্ন জাগে: এই কর কাট কি সত্যিই **"সবার জন্য"?** নাকি এটা অর্থনৈর্থতিক শ্রেণিচ্যুতির একটি সূক্ষ্ম কৌশল?

পুরনো নীতি, নতুন মোড়কে?

২০২৫ সালের দিকে TCJA-এর অনেক ধারা মেয়াদোত্তীর্ণ হতে চলেছে। তবে, ট্রাম্প চান এগুলো স্থায়ী করতে। তিনি আরও কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন, যেমন:

- **ওভারটাইম ও টিপসের ওপর থেকে কর মওকুফ**
- **সোশ্যাল সিকিউরিটিবেনিফিটের ওপর কর কাট**

প্রতিশ্রুতিগুলো শ্রুতিমধুর শোনালেও এগুলো কার জন্য কতটুকু উপকারী তা এখনো বিশ্লেষণাধীন।

একটি শ্রেণি ও পক্ষপাতদুষ্ট নীতি?

ট্রাম্পের ট্যাক্সনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে বড় ব্যবসা, ধনী শ্রেণি আর বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো। বাকি জনগোষ্ঠী যেন এ পরিকল্পনার ছায়াতলে দাঁড়িয়েও রোদে পুড়ছে। একটিদেশের ট্যাক্সনীতি কেবল বাজেটের অংশ নয়, এটি রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থানের প্রতিফলনও। কে কাকে গুরুত্বদিচ্ছে? কার জীবন সহজ করতে চায় রাষ্ট্র? আর কারটা আরও জটিল?—এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই খুঁজে পাওয়া যায় ট্যাক্সনীতির ভাঁজে ভাঁজে। করনীতি হচ্ছে—রাষ্ট্র কাকে গুরুত্ব দিচ্ছে, সেটা স্পষ্ট করার মাধ্যম। যখন ধনীদের ছাড়, কর্পোরেট সুবিধা আর মধ্যবিত্তের খরচ বাড়ানো হয়, তখন বুঝে নিতে হয়, অর্থনীতির চাকা ঠিক কোথায় ঘোরানো হচ্ছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়েক তাই একে বলেছেন, "শুল্ক আগ্রাসন, যা সাধারণ মানুষের পকেটে হাত দিচ্ছে।"

ট্যারিফ: চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না আমজনতার বিরুদ্ধে?

২০২৫ সালের মার্চ থেকে চীনা পণ্যের ওপর ধাপে ধাপে ট্যারিফ বাড়িয়ে ৬০%-এ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন ট্রাম্প। কিছু ক্ষেত্রে তা ১৪৫% পর্যন্ত উঠেছে।
এর ফল: চীন পাল্টা জবাবে ১২৫% শুল্ক বসিয়েছে আমেরিকান পণ্যে।
বিশ্ববাণিজ্যে 0.২% হ্রাস, যা ক্ষতি করছে উভয়পক্ষের।
পেন হোয়ার্টন বাজেট মডেল বলছে: এই নীতির ফলে ১০ বছরে বাজেট ঘাটতি বাড়বে প্রায় $৫.৮ ট্রিলিয়ন। তাহলে, এই শুল্কযুদ্ধের পরিণতিতে ক্ষতিটা কার? বড় কর্পোরেশনের, না সাধারণ পরিবারের?

তাহলে প্রশ্নটা সহজ—

যেই নীতিমালার জন্য দেশের বড় একটা জনগোষ্ঠী ভুক্তভোগী, তখন এই অর্থনীতি আসলে কার জন্য? একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা তার বাজেটে—সেখানে যদি সাম্য, মানবিকতা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দায়বদ্ধতা না থাকে, তবে সেই নীতির সুফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একটা দেশ তখনই এগোয়, যখন তার অর্থনৈতিক কাঠামো সব শ্রেণির মানুষের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। -

-বিদ্যাবাড়ি সম্পাদকীয়

সোর্সযাচাই ও বিশ্লেষণ:

এই আর্টিকেলের সব তথ্য নিচের রিপোর্ট ও গবেষণাভিত্তিক:

1.Tax Foundation – TCJA Analysis
2.Penn Wharton Budget Model – Trump 2025 Proposal Impact
3.CFR – U.S.-China Trade War Tracker
4.NYT & Washington Post – Tariff Updates, 2025 5.[Prabhat Patnaik – Monthly Review Analysis (2024)]